তোমায় গান শোনাবো

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

গত আটই নভেম্বর, রোববার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর ক্ল্যান্সি মিলনায়তন ভরে গিয়েছিল অবিস্মরনীয় কিছু গানের মীঢ়, গমক আর মূর্চ্ছনায়। সিডনীতে বিশুদ্ধধারার বাংলা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃত 'প্রতীতির' আমন্ত্রনে প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন স্বাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে গেলেন রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা। বন্যার সাথে তবলা সংগত করেছেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পী শ্রী বিমল হালদার এবং বাঁশী বাজিয়েছেন জনাব মনিরুজ্জামান। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে সাইফ ছিলেন গিটারে, জাহিদ হাসান কীবোর্ডে এবং সাজাহান বৈতালিক মন্দিরায়।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মোহরদি) শিষ্যা বন্যাকে অনেকেই এ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী বলে মনে করেন। স্বনামধন্যা শিল্পী 'মোহরদি'র ছাত্রী বন্যা তার গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন কেন তিনি অন্য সব রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের চেয়ে আলাদা আর তার শ্রেষ্ঠত্বই বা কোথায়। পূর্ব ঘোষণা মতো কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টা'য় অনুষ্ঠান শুরু হলো। শুরুতেই প্রতীতির পক্ষ থেকে সেরাজুস সালেকীন বন্যা ও তাঁর সাথীদেরকে দর্শক-শ্রোতাদের সাথে পরিচয় করে দিলেন। এর পর প্রতীতির দু'জন ক্ষুদে সদস্যা ফুল দিয়ে শিল্পীদেরকে বরণ করে নিলো। তারপর শুরু হলো বন্যার কণ্ঠে সুরের এক অপূর্ব মায়া জাল।

রেজোয়ানা প্রথমে গাইলেন 'তব দয়া দিয়ে হবেগো মোর জীবন ধুতে'। এর পর মাঝখানে আধঘন্টা বিরতি দিয়ে একে একে গাইলেন প্রায় ত্রিশটি ভিন্ন স্বাদের গান। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে', 'শুধু তোমার বাণী নয়গো বন্ধু', 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে', 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি', 'যদি জানতে চাও আমার কিসের ব্যথা', এবং বেশ কিছু ভিন্ন ধরণের গান যেগূলো 'ভাংগা গান' নামে পরিচিত। বিরতি শুরু হবার আগে তিনি গাইলেন 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে'; তবে আমরা যে সুরে এই গানটি সচরাচর শুনে থাকি সে সুরে নয়। বিরতির পর তিনি গাইলেন দর্শক শ্রোতাদের অনুরোধের গান। ঐগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'তোমার খোলা হাওয়ায়', 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' এবং আরো বেশ কিছু গান। এই পর্যায়ে দুটো গানের কথা অনেক দিন মনে থাকবে। এর একটি হচ্ছে 'সকাতরে ঔ কাঁদিছে সকলে' এবং সে রাতের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সংগীত 'এমন দিনে তারে বলা যায়'।

বন্যার পরিবেশনার ঢং ও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। প্রায় প্রতিটি গান পরিবেশনার আগে তিনি বলে দিচ্ছিলেন সে গান রচনা কিংবা সুর করা অথবা তা প্রথম বার পরিবেশনার ইতিহাস। কোন কোন গান পরিবেশন করার সময় তিনি সে গানটিকে ঘিরে তাঁর বিচিত্র মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। বন্যার পরিবেশনার যে দিকটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হলো তাঁর গানের শ্রোতাদেরকে গানের মাঝে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবার ক্ষমতা। আর সেটা তিনি করলেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে' এবং 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' গাওয়ার সময় শ্রোতাদেরকেও তার সাথে কণ্ঠ মেলানোর অনুরোধ করে।

ক্ল্যান্সি মিলনায়তনে গানের অনুষ্ঠানে আলোক সম্পাত এবং ধ্বনি প্রক্ষেপন নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হতে দেখেছি। এবার প্রথম ব্যতিক্রম দেখলাম। আলোক সম্পাতে শাহীন শাহনেওয়াজ এবং ধ্বনি প্রক্ষেপনে সেরাজুস সালেকীন অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতীতি সবসময় ভালো অনুষ্ঠান উপহার দেবার চেষ্টা করে। এবার ও তার ব্যতিক্রম হয়নি; তারা দর্শক-শ্রোতাদেরকে অনেকদিন মনে রাখার মত একটি অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছে। তবে একটা বিষয় আমাকে বেশ অবাক করেছে। আর সে বিষয়টি হচ্ছে বন্যার মতো খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পীর অনুষ্ঠানেও অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীদের উপস্থিতি। এ বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী ভাইদের অনেককেই বলতে শুনি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। সত্যি কি তাই? পশ্চিম বঙ্গের যে কোন শিল্পীর অনুষ্ঠানে

বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা দল বেঁধে হাজির হয়; তারা কিন্তু রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যার মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর অনুষ্ঠানেও আসেন না।

ma.razzaque@unsw.edu.au